দৈনিক ইনকিলাব

0 6 DEC 1986
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 1

0 2

উপজেলা পরিক্রমা

বেগমগঞ্জ

নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ), ৫ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— নোয়াখালী জেলার বৃহত্তম উপজেলা বেগমগঞ্জ। এই উপজেলার আয়তন ১৫৮ বর্গমাইল, এর মধ্যে ২৬টি ইউনিয়ন, ৩৬৩টি গ্রাম, পরিবার সংখ্যা ১ লাখ ৪ হাজার ৫শ' ৫৪ জন, লোকসংখ্যা ৫ লাখ ৮৩ হাজার ২১ জন। এর মধ্যে ২ লাখ ৮৩ হাজার ৬ শ' ২১ জন পুরুষ; ২ লাখ ৯১ হাজার ৪ শ' জন মহিলা।

যোগাযোগ

যোগাযোগ ক্ষেত্রে বেগমগঞ্জ উপজেলা, মোটামুটি উন্নত, ৭৩৮ মাইল রাস্তার মধ্যে ৩২ মাইল পাকা, ৬ মাইল আধা পাকা; ৭০০ শ' মাইল কাঁচা রাস্তা, রেললাইন ১৪ মাইল। রেলষ্টেশন ৩টি, টেলিভিশন উপকেন্দ্র ১টি, এখানে ১টি টেলিফোন একচেঞ্জ রয়েছে। এ ক্ষেত্রেও যোগাযোগ করতে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। পৌর সভা রয়েছে ১টি।

চিকিৎসা ব্যবস্থা

সমস্যা জর্জরিত ২টি হাসপাতালের মধ্যে ১টি ৩১ বেড অপরটি ১০ বেড বিশিষ্ট। ১৪টি হেলথ ক্লিনিক, ৭টি দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ৭টি পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক, সক্ষম দম্পতি ১ লাখ ৩ হাজার ৯ শ' ৮৩ জন। চিকিৎসক বাড়ানো দরকার। যেখানে লক্ষাধিক মানুষের বাস সেখানে মাত্র ৩১ বেড ও ১০ বেড হাস্যকর। হাসপাতালে জীবনরক্ষাকারী কোন ওষুধ নেই, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদের বাইরে থেকে ওষুধ ক্রয় করতে হয়। রোগীদের খাবার ব্যবস্থা থাকলেও তা উন্নতমানের নয়।

বিদ্যুৎ সরবরাহ

এ উপজেলায় ১টি সাব বিদ্যুৎ ষ্টেশন রয়েছে, লোড শেডিং-এর জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে না। উপজেলার বিভিন্ন রাস্তায় লাইট না থাকায় পথচারীদের চলাচলে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। এতে ৩৬টি গ্রাম বিদ্যুতায়ন করা হয়েছে। ৩২৭টি গ্রামে এখনো বিদ্যুতায়িত হয়নি। ফলে বিদ্যুতের অভাবে গ্রামে-গঞ্জে নুতন ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না।

কৃষি

প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণের অভাবে এখানে রেকর্ড পরিমাণ কৃষি দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে না। উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ১ লাখ ১ হাজার ১শ' ২০ একর, আবাদী জমির পরিমাণ ৭৬ হাজার ৫ শ' একর ও অনাবাদী জমির পরিমাণ ৮ হাজার একর। এক ফসলী জমির পরিমাণ ৩৭ হাজার একর, দুই ফসলী জমি ৩৩ হাজার একর, তিন ফসলী জমি ৬ হাজার ৫শ' একর। কৃষি কাজে ৯৬টি অগভীর নলকূপ, ২৩৫টি পাওয়ার পাম্প, ৪ হাজার ৭ শ' ৪৪টি টিউবওয়েল রয়েছে। কিন্তু এগুলো প্রায় অকেজো হয়ে থাকায় কৃষকগণ সমস্যায় পড়েছে এবং কৃষির উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা

কলেজ ৩টি পুরুষ-মহিলা, সরকারী কলেজ ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৪৪টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ৪টি, বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৪০টি, সরকারী কারিগরি বিদ্যালয় ১টি, জেলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ১টি, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ১টি, জুনিয়র হাইস্কুল ৮টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৫১টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৮টি, মাদ্রাসা ২৪৮টি, হাই মাদ্রাসা ১৩টি, জুনিয়র মাদ্রাসা ১০টি, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা ২২৫টি, কৃষি সম্প্রসারণ ইনস্টিটিউট ১টি রয়েছে। শিক্ষার হার ২৬.২০। উপজেলায় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো বন্ধের উপক্রম। তাই সরকারীকরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

আইন-শৃঙ্খলা

পুলিশের তৎপরতায় উপজেলার আইন-শৃঙ্খলার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। অপরাধের সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে। উপজেলা গঠিত হওয়ার পর এখানে বিচার ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।